সংবাদ

তারিখ 24 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন

(২০-২৬ এপ্রিল)

(শেষাংশ)

সরকারের কাছে দাবি

* যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা বৈষম্য সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের আলোকে সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন
* শিক্ষা বাজেট বাড়ানো এবং ধার্য বাজেটের এক-পঞ্চমাংশ যাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয় তা নিশ্চিত করা।
* সাক্ষরতা এবং মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ
* সর্বস্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণে সমন্বিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
* আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং এজন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
* মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
* কর্মজীবী শিশু-কিশোর, পথশিশু, পরিচয়হীন শিশু এবং চর ও হাওর এলাকা, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকা (যেমন, ছিটমহল), পতিতালয়, জেলে সম্প্রদায়, অনাথ ও ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রের শিশুদের জন্য মানসম্মত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি
* উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ১ কোটি ২০ লাখ প্রতিবন্ধীসহ ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সব মানবসন্তানকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে 'একীভূত শিক্ষা'র ধারণা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
* প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য বিশেষ সুবিধার আয়োজন
* আদিবাসী শিশুদের জন্য বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একই ভাষা ও সংস্কৃতির আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ।

উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে দাবি

* সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতার জন্য সমর্থন সম্প্রসারিত করার বিষয়ে জোরালো দাবি জ্ঞাপন।
* শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বিশেষত তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা, বিশ্লেষণধর্মী ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যা সাক্ষরতার ওপর প্রভাব ফেলবে।
* অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে সাক্ষরতা উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৬ বিলিয়ন ডলার এবং বয়স্ক সাক্ষরতার জন্য এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার দাবি তোলা।
* কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য উদ্ভাবনী অর্থ সংস্থান কৌশল (innovstive [illegible] financing mechanism) বের করার চেষ্টা করা।

সহযোগী সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপন

গণসাক্ষরতা অভিযান তার অংশীজনের মাধ্যমেই শিক্ষা ও সাক্ষরতা সংক্রান্ত প্রচারাভিযান ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপনে অংশীজনদের এই অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সঙ্গত কারণেই গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন ও এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে জিসিই'র সচিবালয় গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনকে দিবস উদযাপনে সহযোগিতা করা হয়। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক সংস্থা স্বউদ্যোগে গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপন করে। গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাগুলো যেসব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বৃহৎ পঠন, আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, রচনা প্রতিযোগিতা, অভিভাবকদের সঙ্গে সভা, মা সমাবেশ ও উঠান বৈঠক, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মেলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সংবাদ সম্মেলন, সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, লোকজন খেলা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি।

গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল বৃহৎ পঠন। এবারের প্রতিপাদ্যকেন্দ্রিক যে বিগ বুক প্রকাশ করা হয় ২২ এপ্রিল ২০০৯ সর্ববৃহৎ পাঠ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সহযোগী সংস্থা পৌরসভার মেয়র, পৌরসভার কাউন্সিলর, মসজিদের ইমাম, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্থানীয় পঞ্চায়েত কমিটির প্রতিনিধি, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি, ইউএনও, ডিসি, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার, জেলা শিক্ষা অফিসারসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সব অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে শোনানো হয়। এই কর্মসূচিতে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি, এনজিও কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, এসএমসি সদস্য, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় পর্যায়ে যে সব জননন্দিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' এই প্রতিপাদ্য এবং এ সংক্রান্ত দাবিগুলোর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে উদযাপিত গ্লোবাল একশন সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিরা শিক্ষা ও সাক্ষরতা আন্দোলনকে আরও বেগবান করা ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ করেন। স্থানীয় পর্যায়ে উদযাপিত গ্লোবাল একশন সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিরা শিক্ষা ও সাক্ষরতা আন্দোলনকে আরও বেগবান করা ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ করেন।

সুপারিশমালা

দেশব্যাপী গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপনের প্রাক্কালে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সাক্ষরতা উন্নয়নে, বিশেষ করে এবারের প্রতিপাদ্য যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এই সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

* জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক এবং জীবনব্যাপী সাক্ষরতা বিষয়ে গৃহীত প্রকল্পগুলো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এনজিওদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা
* সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা
* পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিচ থেকে উপরে এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা
* দাতামুখাপেক্ষী না থেকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বয়স্ক এবং জীবনব্যাপী সাক্ষরতা কর্মসূচির জন্য তহবিল গড়ে তোলা
* বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ঘোষিত ভিশন টুয়েন্টি টুয়েন্টি সফল করতে দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া
* শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, কার্টুন, সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে অধিকসংখ্যায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা
* সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য জেলাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা
* বিভিন্ন পেশাজীবী শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা
* চর, হাওর ও দুর্গম এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষকসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা
* উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে ১০টি স্কুলের জন্য কমপক্ষে ১ জন করে সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা
* উপবৃত্তির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে পুষ্টি জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা
* মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ব্যবস্থা করা
* সব জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য বাংলা ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা
* বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া
* বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যুব ও বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা
* উপজেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
* প্রতিটি স্কুলে প্রি-স্কুল গঠন করা
* প্রাথমিক শিক্ষা থেকে কম্পিউটার ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
* শিক্ষাখাতের বরাদ্দকৃত বাজেট তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের শিক্ষার জন্য ব্যয় নিশ্চিত করা
* কারিগরি শিক্ষার দক্ষ ও সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
* এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ের সাক্ষরজ্ঞান পরীক্ষা উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে প্রদানকৃত সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান ও সে সনদের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারি নির্দেশনা প্রদান
* শিক্ষা বাজেট বাড়ানো এবং ধার্য বাজেটের এক-পঞ্চমাংশে যাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয় তা নিশ্চিত করা
* ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি শক্তিশালী করা
* বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
* বিভিন্ন মিডিয়ায় (সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও) যুব ও বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি প্রচার করা
* উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ১ কোটি ২০ লাখ প্রতিবন্ধীসহ ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সব মানব সন্তানকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে একীভূত শিক্ষার ধারণা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
* শিক্ষা ব্যুরোর এনজিও সিলেকশনে গণসাক্ষরতা অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার
* শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বিশেষত তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা, বিশ্লেষণধর্মী ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যা সাক্ষরতার ওপর প্রভাব ফেলছে
* শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কমপক্ষে ৫ জন ব্যক্তিকে সাক্ষর করতে হবে।
* শিক্ষার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, স্যানিটেশন, বহুবিবাহ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।
* শিক্ষা ও সাক্ষরতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ঘোষিত ইএফএ ও এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নীতি নির্ধারণ এবং সুশীল সমাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করার নিমিত্তে গ্লোবাল একশন সপ্তাহে উদযাপিত কর্মসূচিগুলো গ্রাম পর্যায়ে আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সাক্ষরতার সংজ্ঞার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এবার উদযাপিত হয়েছে গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯। এবারও নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার নিমিত্তে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির যে উদ্যোগ নেয়া হয় তাতে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি সরকারি উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। আর এসব প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আলোয় নিয়ে আসা এবং সাক্ষরতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নারী ও পুরুষকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা, তার জ্ঞান ও সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করা এবং বৃহৎ সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করা। গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা ও সাক্ষরতা উন্নয়নে যেসব সুপারিশ পাওয়া সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন হলে ২০১৫ সালের মধ্যে EFA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম হবে।

[সাক্ষরতা বুলেটিন, আষাঢ় ১৪১৬, জুন ২০০৯]